এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

মার্চ - এপ্রিল ২০২৫

মে-জুন - ২০২৫

সমিতির ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন

ও

১৯তম রাজ্য-সম্মেলন-এর অভ্যর্থনা কমিটির সমাপনী সভা

গত ২৩শে মে, ২০২৫ তারিখে মৌলালিস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তরে সমিতির ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন ও ১৯তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ এবং 'অভ্যর্থনা কমিটি'র অন্যতম কার্যকরী সভাপতি দেবপ্রসাদ মুখার্জী। এই উপলক্ষে সমিতি দপ্তর আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব। তিনি প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করে সংগঠনের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন।

১৯তম রাজ্য সম্মেলনের 'অভ্যর্থনা কমিটি'র পক্ষ থেকে আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত বিবরণী পেশ করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ আবদুল্লা জামাল।

অভ্যর্থনা কমিটির অন্যতম কার্যকরী সম্পাদক অপ্রতিম চন্দ্র রাজ্য-সম্মেলন উপলক্ষে সদস্য অনুগামীদের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল সেকথা তুলে ধরেন।

নবীন এবং প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানের শেষে সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। পরের দিন কলামন্দিরে অনুষ্ঠিতব্য সমিতির অপর একটি কর্মসূচীর প্রস্তুতির নানা কাজেও কর্মী নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেন।

আলো সপ্তত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ-জুন ২০২৫
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-
প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, শান্তনু গাঙ্গুলী সৌমিক চৌধুরী, শুভ্রান্তু ঘটক, প্রণবেশ পুরকাইত

-ঃ সম্পাদক ঃ-
অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১

২. উত্তর-সম্পাদকীয় ৩

৩. ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে...
কৃশানু দেব ৪

৪. ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধান রক্ষা—সময়ের দাবি
কানুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৮

৫. কেন্দ্রীয় হলসভা (রিপোর্টার্জ) ১৩

৬. কেন্দ্রীয় হলসভা থেকে গৃহতী প্রস্তাব ১৫

৭. Service Matters: A Glipmse
Anjan Bhattacharya ১৯

৮. সমিতিগত তৎপরতা ২৩

৯. স্মরণ ২৮

সম্পাদকীয়

"আর ঠিক কত জন্ম পর
নিভে যাবে শিকার-আবহ
অস্ত্র আর বর্ম থেকে দূরে
সময়ের দেহ হবে সুর আর সংগীতে সংহত!
তুমি কিছু জানো, তথাগত?"....

বড় অস্থির সময়। বাতাসে রক্ত, বারুদ-এর গন্ধ। অনাগত অস্থিরতা, বীভৎসতা আর অবিশ্বাসের চালচিত্র দেখে শিউড়ে উঠতে হচ্ছে। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ক্ষেত্র বহুবিধ হতে পারতো। জ্ঞান, বিজ্ঞান, চারুকলা, উন্নত সমাজ-রাষ্ট্র নির্মাণ, কর্মসংস্থান। হতে পারতো সবার হাতে কাজের দাবি, সবার পাতে ভাতের দাবির, গণসঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা। পরিবর্তে যা বাস্তবে ঘটল তা বিপরীতের বিভাজনের দেওয়ালকে উলম্ব এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে। জনগণের দাবিকে যাঁরা ভয় পান, জনগণের সম্মিলিত শক্তিকে যাঁরা ভয় পান, যাঁরা কায়েমি স্বার্থকে চিরস্থায়ী করে তুলতে বদ্ধপরিকর তাঁরা এই অবস্থাটাই চান। দুর্নীতির পাহাড়-ধর্মান্ধতার অন্ধকারে দেখতে না পাক জনগণ সেই চেষ্টা

থাকবেই। সেটা অস্বাভাবিক নয়। এঁদের সাহায্যকারী ধর্মান্ধতায় বিস্বাসী (ধর্মবিশ্বাস আর ধর্মান্ধতার বিশ্বাস অনুযায়ী নয় বিপ্রতীপ সম্পর্ক যুক্ত) মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রকৃতপক্ষে বিবাদমান গোষ্ঠী না পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্কে যুক্ত একটি Ecosystem সেটা আজ পরিষ্কার।

তাই আন্দোলনের কারণ যত যথার্থ হয়, স্বতঃস্ফূর্ততা যত বাড়ে বিভাজনের খেলা ততো জোরদার করে সেই খেলায় ততোধিক দক্ষ খেলোয়াড়রা মাঠে নামে। ক্ষতি কার হয়—উত্তর একটাই রামা কৈবর্ত্ত আর হাসেম শেখ। ইতিহাস বড় নির্মম, ইতিহাস ক্ষমা করেনা—কথাটা আজ ক্লিশে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শব্দ বিন্যাসের পুনর্গঠন প্রয়োজন এবং বলা উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে, পরবর্তী যে শিক্ষা ইতিহাসে দেয় তা আরও নির্মম, আরও বীভৎস।

বিভাজনের খেলা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সময় থেকে শুরু হয়, ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের কারণের ইতিহাস সাধারণ মানুষের অজানা ইতিহাস নয়, আবার স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল থাকলে শুভবুদ্ধির সম্মিলিত শক্তি তীব্র হলে ১৯১১ সালে বিভাজনের জ্যামিতিক নির্মাণকে ভুল প্রমাণ করাও যে সম্ভব তাও ইতিহাসে লিখিত। তাই সময় এসেছে উত্তর খোঁজার—মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িক শক্তি-সন্ত্রাসবাদ-কায়েমী স্বার্থ-জনবিরোধী নির্লজ্জ দুর্নীতি-র বন্ধনী প্রসারিত হবে নাকি জনগণের সম্মিলিত শক্তিকে সুস্থ সমাজ রাষ্ট্র নির্মাণ আরও সংহত হয়ে প্রকৃত আঘাতকারীদের খুঁজে তাদের বিচ্ছিন্ন নির্মূল করার দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ আমরা চাই? নাকি বিভাজনের অঙ্কে ভাগশেষ হয়ে অবস্থান করতে চাই?—সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়িত্ব এখন জনগণের, চিহ্নিত করণের কাজ সমাজের অগ্রণী অংশের। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ-ই পারে গণতান্ত্রিক ভেকধাড়ী অপরা আসুরিক শক্তির বিনাশ ঘটাতে। এই সময় দায়িত্ব নেওয়ার, আগামী শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার উত্তরদায়িত্ব অস্বীকার করলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা; আর ইতিহাসকে অঙ্গীকার করলে—তার শিক্ষা সময়োচিত ভাবে না নিলে পরবর্তী অধ্যায় আরও ভয়ঙ্কর হবে—

“ক্রুর চোখে দণ্ডদান, রাজার অভ্যাস।
সেই দণ্ড বুমেরাং, ফিরে যাবে কাল...
কোথায় লুকোবে রাজা? ধাওয়া করবে
আকাশ-পাতাল...
ফুলের বদলে দেখ, দিকে দিকে জেগেছে সন্ত্রাস,
তা সত্ত্বেও বলবে তুমি, এ সময় সৎ!
এতো ক্রোধ এত হিংসা দিতে পারে
প্রকৃত বসত?”

উত্তর-সম্পাদকীয়

'অস্থির হয়ো না, শুধু প্রস্তুত হও'

সাম্প্রতিককালের জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এর সন্ত্রাসবাদী হামলা মৌলবাদের বিপদকে স্পষ্ট করেছে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাক সামরিক পদক্ষেপ আর একটি মাত্রা যুক্ত করেছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সর্বাগ্রে আসে, দেশপ্রেম কাম্য, কর্তব্য। কিন্তু, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রবল কট্টরপন্থী ভাবধারাকে যেভাবে দেশপ্রেম বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তার বিপদ বড় কম নয়। দেশপ্রেম যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠা পেলে তা সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্র এবং সুস্থ সমাজ নির্মাণের প্রবল সহায়ক শক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়। আর খণ্ডিত, বিভাজিত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ দেশের ঐক্যের জন্য বিপজ্জনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী-ইহুদি নিধন এবং তার ফলাফল ইতিহাসের শিক্ষা, সেই শিক্ষা গ্রহণের ঔদার্য থাকা প্রয়োজন, প্রকোষ্ঠ বদ্ধ দেশপ্রেম কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের চিনতে সাহায্য করে না, বিপরীতটা কঠোর বাস্তব। এশিয়াতে মৌলবাদের হাত ধরে সন্ত্রাসবাদ কারা নিয়ে এসেছিলেন, কারা আফগানিস্তানের নাজিবুল্লাকে সরানোর জন্য অর্থ, অস্ত্র, কুটনৈতিক সাহায্য করেছিলেন সে ইতিহাস অজানা বা বেশি পুরানো নয়। আবার ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ বা ঘটমান বর্তমানের নেপথ্যে কারা কলকাঠি নাড়ছেন তাও সবার জানা। তবে সেই শান্তির দূত(!) গাজা ভূখণ্ডে আক্রমণ কেন থামাতে পারেন না, তার উত্তর জানতে রকেট সায়েন্স পড়ার প্রয়োজন নেই। বিভাজনের নেতিবাচক ঢেউ-এ উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতিতে বাধা দেওয়া যায় সহজেই তাতে উন্নত বিশ্বের বৈভব বাড়ে, বিভাজন যত বাড়বে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা যত বাড়বে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা যত বাড়বে বড় পুঁজির এতো দীর্ঘকালীন সুবিধা হবে। তাই ধর্মীয় মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ বিনি সুতোয় গাঁথা মালা, সেই মালার মালিক কে? তা বলার জন্য পুরস্কার থাকার কথা নেই।

এই অস্থিরতার কালপর্বে তাই আমাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে; উত্তেজনার আগুন পোহানো নয়, দেশপ্রেমিক কর্তব্যে নিষ্ঠ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে সচেতন নাগরিক রূপে কর্তব্য পালন করতে হবে আমাদের এবং সেই লড়াইকে দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর পূর্বশর্ত হচ্ছে—আপামর ভারতবাসীর ঐক্য ও সংহতি।

✶ ✶ ✶
✶ ✶
✶

ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে...

কৃশানু দেব

সময় এখন খুবই বিষাদগ্রস্থ। পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত নিরীহ পর্যটক। হামলা রুখতে গিয়ে শহীদ খেটেখাওয়া কাশ্মীরি, দেশের জওয়ান। মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। গাজার রাফা এখন পৃথিবীর বৃহত্তম বধ্যভূমি। এত রক্তপাত! কষ্ট যন্ত্রণায় সাধারণ মানুষের ভিতরেও ঘটে চলেছে রক্তক্ষরণ।

এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে যখন ফিরে তাকাই, চোখে পড়ে ছড়িয়ে থাকা আলোর কণিকাগুলো। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও ভাবতে ভালো লাগে যে ১৮৬০ সালের মে মাসে হাওড়া স্টেশনের ১২৬০ জন মুটিয়া মজুর ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এক দিনের ধর্মঘট করেন যাঁদের একটাই পরিচিত তাঁরা মুটে-মজদুর। যার মাধ্যমেই ভারতবর্ষে শ্রমিক জাগরণের সূচনা। এই ধর্মঘটের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল ১৮৮৬ সালে আমেরিকার হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ঐতিহাসিক মে-দিবসের ঘটনাবলী সংগঠিত হওয়ার ২৬ বছর আগেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণি ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে তা করে দেখান। উনিশ শতকের শেষ থেকেই দেশে কলকারখানা গড়ে ওঠার সাথে সাথে জন্ম হয় শ্রমিকশ্রেণির এবং জন্মলগ্ন থেকেই এ দেশের শ্রমিকশ্রেণি তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবীতে লড়াই আন্দোলনের পথেই এগিয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে এই লড়াই ছিল বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত।

আর আজ এত বছর পরে ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ৮ ঘণ্টার কাজের ব্যবস্থাটাই ভেঙে দিতে চাইছে শাসকশ্রেণি। বিশ্বজুড়ে নানা প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। আমাদের দেশেও ট্রেড ইউনিয়নগুলো সোচ্চার। এই সময়ে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান পদ্ধতিগত সঙ্কটের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতের শ্রমিক শ্রেণিকে এক অভূতপূর্ব কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। উল্টোদিকে শাসক শ্রেণির প্রতিক্রিয়া ক্রমশ আগ্রাসী ও কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে শ্রমিকদের সম্মিলিত আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণিকে নিরস্ত্র করা স্পষ্টভাবে নয়া-ফ্যাসিবাদী চরিত্রেরই প্রতিফলন।

এই প্রক্রিয়ারই অংশ হিসাবে ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে চারটি শ্রম কোড প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রায় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। এই শ্রম আইন শ্রমিকদের দাসত্বে আবদ্ধ করার পাশাপাশি কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করছে, যা অর্থনীতি ও সমাজের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এই চারটি শ্রম বিধি শুধুমাত্র শ্রম আইন নয়, এটা গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই কর্তৃত্ববাদী রূপ দেওয়ার একটি পরিকল্পিত প্রকল্পের অংশমাত্র। এই শ্রম বিধিগুলো ২০১৯ ও ২০২০ সালে গৃহীত হলেও, শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত লাগাতার প্রতিরোধের ফলে এখনও পর্যন্ত এর প্রয়োগকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। শ্রম বিধিগুলো বাস্তবায়িত হলে কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক শাসনের স্বৈরাচারী দখলদারিত্ব নিশ্চিত হবে, জনগণের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হবে, শ্রমিক শ্রেণির উপর শোষণ তীব্রতর হবে এবং দেশের ও প্রাকৃতিক ও সরকারি সম্পদ কর্পোরেট স্বার্থে লুটপাটের পথ সুগম হবে।

আজকের 'নয়া উদারবাদে' শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্নতার দিকে চলেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রকে

পিছনে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রধানত ফাটকা আর্থিক কারবারের মাধ্যমেই মুনাফার পাহাড় উঁচু করছে ধান্দাবাজ ফিনান্স পুঁজি। যতটুকু উৎপাদনের ক্ষেত্র টিকে রয়েছে সেখানেও এত দিন পর্যন্ত শ্রমিকরা যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল তার সবটুকুকেই বাতিল করার জন্য বেপরোয়া উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি। আজ পুঁজি-শ্রমের মৌলিক দ্বন্দ্বে পুঁজির আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নহীন করার জন্যই শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমের সম্পর্কের বদল ঘটিয়ে ফেলা হচ্ছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে স্থায়ী শ্রমিকের বদলে ঠিকা ও অনিয়মিত শ্রমিকদের দিয়ে স্থায়ী কাজ (perennial nature of job) করানো এখন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কোভিড পর্বের মুনাফা অর্জনের অভিজ্ঞতায় পরিষেবা ক্ষেত্রে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এখন শ্রমিক শোষণের নতুন লাভজনক প্রতিষ্ঠিত পন্থা। এই সময় থেকেই শ্রমের বাজারে হাজির হওয়া গিগ ওয়ার্কারদের (যাঁরা অনলাইন পরিষেবা প্ল্যাটফর্মে আংশিক/অস্থায়ী হিসাবে কর্মরত) সংখ্যা এখন প্রায় সর্বত্র ব্যাপক হারে বাড়ছে। এদের কাজের ঘণ্টা, মজুরি, কাজের স্থায়িত্ব, সামাজিক সুরক্ষা কিছুই নেই। সারা পৃথিবীতে বিশেষত আমাদের মতো দেশে বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক রয়েছেন। শ্রম সম্পর্কের এই নতুন পট পরিবর্তন, অর্থনীতির এই নতুন ধরনের সবকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রতিদিনের চেনা পরিবেশে বিরাজমান। কর্পোরেট চালিত সংবাদ মাধ্যম যতই উন্নয়ন আর চকচকে জীবনের ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন, দুনিয়াজুড়ে নির্লজ্জ লুঠকে আর ঢাকতে পারছে না। সামাজিক সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, মেহনতির গতরের সঙ্গে মেধা সম্পদের বেপরোয়া লুঠ চলছে। অর্থনীতির পণ্ডিতরা অনেকেই বলছেন সঙ্কটগ্রস্ত নয়া উদারবাদে মুনাফা সংগ্রহের আজকের পদ্ধতি primitive accumulation of capital অর্থাৎ নতুন কিছু নয়, পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের মতোই চলছে। ফলে শোষণ, বৈষম্য লাগামহীন। বছর তিরিশ আগে থেকেই উৎপাদনের ক্ষেত্রকে অবহেলা করে শুধুমাত্র ফাটকায় মুনাফা খুঁজেছিল নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদ। ফলতঃ উৎপাদন না থাকলে কাজ থাকে না। কাজ না থাকলে মানুষের রোজগার থাকে না। মানুষের রোজগার না থাকলে বাজার সম্প্রসারিত হয় না, বরং ছোট হয়ে যায়। আজকের সঙ্কটের মূল কারণ এটাই।

আজকে গ্রামেও কাজ নেই। দশকের পর দশক কৃষি থেকে আয় কমেই চলেছে। কৃষিতে কর্পোরেটের অনুপ্রবেশ ছোট মাঝারি কৃষকদের সঙ্কট বাড়িয়ে চলেছে। ছোট মাঝারি জমির মালিকদের উল্লেখযোগ্য অংশ সারা বছর চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত থাকছেন না। ফলে কৃষি ক্ষেত্রেও আজ তীব্র কর্মসঙ্কট। প্রায় বন্ধ ১০০ দিনের রেগার কাজ। গ্রাম এমনকি শহরের বস্তি থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ কাজের সন্ধানে চলে গেছেন ভিন রাজ্যে। এমনকি মহিলারাও কাজের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছেন—এখন সবারই একটা পরিচয়, 'পরিযায়ী শ্রমিক'। ঘর ছাড়ছে রোজগারের আশায়, কেউ ফিরছে লাশ হয়ে, কেউ বা হাত-পা হারিয়ে। সামাজিক সুরক্ষা কোথায়?

নয়া উদারনীতির সবচেয়ে বড় আক্রমণ এসেছে শ্রম আইন সংস্কারের নামে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে হত্যা করার ঘৃণ্য চক্রান্তের মাধ্যমে। এই তথাকথিত সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকার হরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দুর্বল করা। বর্তমানে শ্রম কোড সংসদে পাস হয়েছে। সরকার তা বাস্তবায়নের পথেও অগ্রসর হচ্ছে। কাজের সময় বাড়ানোর চেষ্টা, ফ্যাক্টরি আইনে সংশোধন, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ছাঁটাই সহজতর করার চেষ্টা এসবই

একই নয়া উদারবাদী আক্রমণের অংশ। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে প্রচার ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। একবার শ্রমকোড কার্যকর হলে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, যৌথ আন্দোলনের অধিকার, বিশেষ করে ধর্মঘটের অধিকার মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে যাবে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। ধর্মঘট কার্যত অবৈধ হয়ে উঠবে। আগে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলোর ক্ষেত্রেই ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু এখন সব ক্ষেত্রেই এই বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হবে যা কার্যত ধর্মঘটের অধিকারে হস্তক্ষেপ। কারণ নতুন নিয়ম অনুযায়ী ধর্মঘটের আগে নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সালিশি প্রক্রিয়া শুরু হবে, এবং সেই অবস্থায় ধর্মঘটে গেলে তা বেআইনি হিসেবে বিবেচিত হবে। এভাবে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বকেই সংকটে ফেলা হচ্ছে।

পহেলগাম হামলার পর দেশে বিভাজনের রাজনীতি যে হারে শক্তিশালী হচ্ছে, সেই প্রেক্ষাপটে যেটা বোঝা দরকার সেটা হলো সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা অত্যন্ত জরুরি। তাই সন্ত্রাসবাদীদের ওপর আঘাত হানা প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদ, তা সে সংখ্যাগুরুর হোক আর সংখ্যালঘুর, তার কোনও ধর্ম নেই, জাত নেই। দায়িত্বশীল হুকুমৎ তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু আজ প্রশাসনের সে সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। শান্তিপ্রিয় শ্রমজীবি মানুষ বিপন্ন বোধ করছেন। এমনকি যারা শান্তির পক্ষে কথা বলছেন, যেমন শহীদ নৌ-অফিসারের পরিবার পরিজন বা তাঁর স্ত্রী, তাদের পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে *ট্রোল* করা হচ্ছে। সমস্যাটা চেনা তাই খুব জরুরী। উগ্র জাতীয়তাবাদী আবেগকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধ, প্রতিশোধ ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে- কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হলে কে লাভবান হবে, আর কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা বোঝা জরুরী। বিশ্বজুড়ে এত যুদ্ধ চলছে, ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েলের যুদ্ধ, আরও অনেক জায়গায় সংঘর্ষ কিন্তু কোনওটাই তো সমস্যার স্থায়ী সমাধান এনে দেয়নি। যুদ্ধ কোনও সমাধান না। যুদ্ধ বাড়লে শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাপনের ওপর আরও চাপ পড়ে, সঙ্কট বাড়ে। তাই, উগ্র খণ্ডিত জাতীয়তাবাদী আবেগ থেকে সাবধান হওয়া দরকার। সন্ত্রাসবাদ দমন করা হোক, সন্ত্রাসবাদীদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু যুদ্ধ নয়, কারণ তাতে নিরীহ সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়ে, আর লাভবান হয় যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতি আরেকটি বিপজ্জনক দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আজ প্রকাশ্যে বলা কঠিন হলেও, বাস্তব এটাই যে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি হিসাবে পরিচিতি প্রাপ্ত দেশ বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে নাইজেরিয়া, কেনিয়া, ঘানা'র পেছনে। নয়া উদারবাদের নীতির ফলে তৈরি হওয়া সংকট, জনগণের উপর বাড়তে থাকা চাপ—এই সমস্ত বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিতে এই জাতীয়তাবাদী উত্তেজনাকে ছড়ানো হচ্ছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, আম জনতার ঐক্যবদ্ধ লড়াই হচ্ছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে ব্যাহত হচ্ছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি, খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্যকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে দেশের ঐক্য, অগ্রগতি, উন্নয়ন সবকিছুই বিঘ্নিত হবে।

আজকে নয়া উদারবাদী লুণ্ঠতন্ত্র শুধুমাত্র ৮ ঘণ্টার কর্ম দিবসের দাবিকেই অস্বীকার করছে না, শ্রমিকদের কাছ থেকে এই অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে তৎপর। এটা বাস্তব যে এখন সারা পৃথিবীতেই অধিকার রক্ষার ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে। শ্রমজীবী মানুষদের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে থাকতে হচ্ছে। প্রতিকূল এই পৃথিবীতে বদলে যাওয়ার শ্রম সম্পর্কে শুধুমাত্র টিকে থাকলেই হবে না, শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষা ও শ্রেণি ভারসাম্য

বদলের লড়াই শক্তিশালী করার জন্য নতুন শিল্প স্থাপনের সংগ্রামে নামতে হবে। Artificial intelligence প্রযুক্তির এই প্রকরণ শ্রমিক শ্রেণিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এখানেই সমাজের তরুণ প্রজন্ম, যারা ভবিষ্যতের শ্রমিক, তাদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার প্রশ্নটা সংযুক্ত। এখানেই কৃষক, খেতমজুর সহ সমস্ত অ-শোষক শ্রেণির সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে যেখানে দেশে প্রকৃত কর্মহীনতা বাড়ছে সেখানে অনৈতিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। কৃষকরা কৃষিপণ্যের নূন্যতম সহায়তা মূল্য না পাওয়ার সমস্যায় পড়ে ফসলের উৎপাদন ব্যয় পর্যন্ত তুলতে পারছেন না, ঋণের ফাঁদে পড়ে আত্মহত্যার চরম পথ বেছে নিচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো নিশ্চয়তা, কোনো নিরাপত্তা নেই। পরিবেশবিধির ফাঁককে কাজে লাগিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো হচ্ছে। যার ফলে একদিকে যেমন বিপন্ন হচ্ছে জলবায়ু, বাস্তুতন্ত্র, অরণ্য অন্যদিকে বিপন্ন হচ্ছে আদিবাসী/ অরণ্য বাসী, তপসিলী শ্রেণীর মানুষের জীবন যাপন। সরকারী এবং বেসরকারী দু'ক্ষেত্রেই অস্থায়ী অসংগঠিত শ্রমিকরা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সম কাজে সম বেতন, ৮ ঘণ্টা কাজ এই অধিকার সহ সামাজিক সুরক্ষা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। রেগার কর্মদিবস পর্যাপ্ত নয়। পরিষেবা ক্ষেত্রে গিগ কর্মীদের শ্রমিকের স্বীকৃতি নেই। জনগণ ও জাতীয় অর্থনীতির উপর কর্পোরেট লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক ও শ্রমস্থলে কঠোর সংগ্রামে অর্জিত অধিকারগুলোর ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাই জোটবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

এইরকম পরিস্থিতিতে শ্রম কোড বাতিল, সকলের জন্য কাজ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, নূন্যতম ২৬ হাজার টাকা বেতন, কারখানা ও শিল্পের জমিতে শিল্প করা, কর্মক্ষেত্রে নারী সুরক্ষা, গিগ কর্মীদের শ্রমিকের স্বীকৃতি সহ মোট ১৭ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ, শিল্পভিত্তিক ফেডারেশন, ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, প্রতিরক্ষা সহ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংগঠনগুলি আগামী ৯ই জুলাই, ২০২৫ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। যেসব দাবী-দাওয়াকে সামনে রেখে আহুত হয়েছে এই ধর্মঘট তার মর্মকথাটি হচ্ছে এই যে দেশের শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে দেশের মেহনতি মানুষের ক্রমবর্ধমান সংকট বেড়েই চলবে। দেশের সংবিধানকে শিরোধার্য করে চলমান সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়েই মোকাবিলা করতে হবে এই সংকটকে, ব্যাপকতম ঐক্যের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই তৈরী করতে হবে আগামীর ইমারত।

দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধান রক্ষা-সময়ের দাবি

(Proposed Amendmeuts)

কানুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সংবিধান রাষ্ট্রের 'Philosophy'-র ঘোষক। নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিরূপণ করে। বিভিন্ন কাঠামো নির্মাণ এর মধ্য দিয়ে নাগরিক-রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক দায়িত্ব-কর্তব্য স্থিরীকৃত হয়। রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস-এর ধারক হিসাবেই সংবিধান। আমাদের সংবিধানের অহঙ্কার 'ধর্মনিরপেক্ষতা', অহঙ্কার শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত সচেতনভাবে করা হল। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জন বিভাজনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই দেশের। 'Theocratic' দেশ গড়ে ওঠার প্ররোচনা যে একেবারে ছিল না তা কিন্তু নয়। Constitue Assembly-র বিতর্কে তা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু শুভ বুদ্ধির সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে প্ররোচনাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য পালনীয় বহুবিধ শর্তের মধ্যে অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা। সেই প্ররোচনা সেদিন সংখ্যালঘু ছিল কিন্তু অভিলাষটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা বলা যায় না। নিরন্তর চেষ্টা চলেছে—এমন সময় আনার যাতে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে অর্বাচীনের ব্যবহৃত শব্দ বলে দেগে দেওয়া যায়। মনে রাখা প্রয়োজন সংবিধানর দেওয়া অধিকারের তালিকা যত দীর্ঘ হোক, রাষ্ট্র সব অধিকার অর্জনের লড়াই মানুষকে লড়তে হয়েছে, হয়, হবেও। তাই Democratic rights-এর জন্য আন্দোলন সংবিধান স্বীকৃত। বিপদ ঘনায় তখন যখন সেই লড়াইকে দুর্বল করার জন্য সংবিধানের মূল শিকড়কে দুর্বল করার অপচেষ্টা শুরু হয়। তখন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সাথে সাথেই—যা সময়ের দাবি। সাম্প্রদায়িক খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নয়—সময়ের দাবি আদায়ের লড়াই অসাম্প্রদায়িক সকল নাগরিকের দায়িত্ব হিসাবে বর্তায়।

—দীর্ঘ প্রায় তিন বছরের আলাপ আলোচনা এবং খসড়া সংশোধনের পরে যখন ভারতীয় সংবিধান প্রস্তুত হয়, তার প্রস্তাবনা শুরু হয়েছিল 'WE, THE PEOPLE OF INDIA এই শব্দগুচ্ছ দিয়ে। একই সাথে দেশকে' SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC' হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় প্রস্তাবনায়। এবং তারই সাথে সকল ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নিশ্চিত করা হয়।

—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার;

—চিন্তা, প্রকাশ, বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতা;

—মর্যাদা এবং সুযোগের সমতা;

—ভ্রাতৃত্ব যা ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি সম্পূর্ণ philosophical ধারণা।। এটি রাষ্ট্র এবং ধর্মের প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কোনও দেশের সরকারের উচিত ধর্ম এবং জনসাধারণের ধর্মীয় আকাঙ্খাকে পৃথক করে রাখা। অতএব, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিষয় এবং প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমানভাবে সম্মান করে। মূলত, একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হল সেই দেশ যেখানে কোনও সরকারি ধর্ম নেই, তবে জনগণকে রাষ্ট্র নির্ধারিত সীমানার মধ্যে তাদের পছন্দ মতো যেকোনও ধর্ম পালন করার অনুমতি দেয়। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতাকে Atheism (ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান) অথবা ফরাসি উদ্ভাবিত Laicism (যেখানে ধর্মের উপর রাষ্ট্রের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না) এর সাথে বিভ্রান্ত করে ফেলা উচিত নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য কেবলমাত্র ধর্মকে

সরকারি নীতি থেকে পৃথক করে রাখা এবং সমস্ত জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।

ভারতের মতো একটি ধর্মীয় বৈচিত্র্যময় দেশ, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের এবং ভাষাভাষীর মানুষ একসাথে বাস করে, এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি সমস্ত নাগরিকের ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করে, জাতীয় ঐক্য বজায় রাখে এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ করে। আবার একই সাথে ভারতের মতো বহুত্ববাদী সমাজে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় উত্তেজনা, ধর্মীয় রাজনীতি, উগ্রপন্থামূলক কৌশল যা উগ্র মতাদর্শকে উৎসাহিত করে, এবং তার ফলে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ, সমাজের মধ্যে এই বিভেদকে দমন করতে এবং জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বহুত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, জনকল্যানকর রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রতিপালনে নীতি নির্ধারণ করে ভারত রাষ্ট্র, সেখানে ধর্মীয় পরিচিতি সত্ত্বা বিচার্য নয়, জনকল্যাণ-এর দর্শন প্রতিষ্ঠিত করাই লক্ষ্য, লাইসাইটের (laicite) মতো ধারণা ভারতে প্রচলিত নয়। সেখানে প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয়, ভারতের সামাজিক ভিত্তিতে তা কাঙ্ক্ষিত নয়—সংবিধানের মর্মবস্তু তাই।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ ভারতের সকল নাগরিককে একটি মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে, ‘equality before law and equal protection by the law’, এই ১৪ নং অনুচ্ছেদটি নিশ্চিত করে যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে বৈষম্য করা হবে না। এই অনুচ্ছেদটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি প্রদর্শন করে। তবে এই ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন রাষ্ট্র সাধারণভাবে ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বটে, তবে কিছু ক্ষেত্রে, যেমন জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ২০১৮ সালের ইন্ডিয়ান ইয়াং ল-ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েসন বনাম কেরালা রাজ্যের বিখ্যাত শবরীমালা মন্দির মামলাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মামলাটিতে যেহেতু নারীর ক্ষমতায়ন এবং অধিকারের মতো বিষয় জড়িয়ে ছিল, তাই রাষ্ট্র জনকল্যাণের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করেছিল।

আমাদের সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদটিতে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের কথা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি নিশ্চিত করে যে সমস্ত ব্যক্তির সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হবে এবং কেউ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং যেকোনও অধিকার বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিকে শক্তিশালী করে।

আমাদের সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে প্রতিটি নাগরিককে স্বাধীনভাবে ধর্মপালন, প্রকাশ ও প্রচারের অধিকার সুনিশ্চিত করে। ভারতীয় সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদ প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিকতার সাপেক্ষে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিষয় পরিচালনা করার স্বাধীনতা, যেমন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পত্তির মালিকানা অর্জন এবং তা পরিচালনা করার অধিকার প্রদান করে। এই অনুচ্ছেদটিও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির একটি দৃঢ় ধারণা দিয়েছে। ২০০৩ সালের টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায় কোর্ট এই রায় দেয় যে সমস্ত ধর্মগুলি তাদের ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যালঘু নির্বিশেষে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।

সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে ধর্মীয় নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এমন কর দিতে বাধ্য করা থেকে বিরত রাখে যা বিশেষভাবে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচার, রক্ষণাবেক্ষণ বা অনুগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অনুচ্ছেদটি পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে সকল ধর্মের প্রতি সমান আচরণের নিশ্চয়তা দেয়।

সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় নির্দেশনা, অথবা শিক্ষা এবং উপাসনায় অংশগ্রহণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। এই অনুচ্ছেদ ধর্মীয় তহবিল দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী প্রচারের স্বাধীনতা দেয় এবং অংশগ্রহণকারীদের তাদের ইচ্ছামত ধর্ম পালন করার বিকল্পও দেয়। অরুণা রায় বনাম ভারত ইউনিয়নের (২০০২) মামলায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হলো ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের প্রতি বৈষম্য না করা।

এসআর বোম্মাই বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলা (১৯৯৪)—

এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মতামত প্রকাশ করে যে ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর (basic structure) অংশ এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য অপরিহার্য।

ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে ভারত তার ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে। আদালত আরও রায় দিয়েছে যে সমস্ত ধর্মের সাথে যথাযথ সম্মান এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে এবং যদি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য করা হয়, তাহলে আইন লঙ্ঘনের জন্য ৩৫৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করা হবে। এই রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিশাস্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাকে শক্তিশালী করেছে।

১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী বনাম রাজনারায়ন মামলায় ধর্মনিরপেক্ষতার মৌলিক দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই মামলায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনও ধর্ম থাকবে না। পরিবর্তে, দেশের সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতার সমান অধিকার রয়েছে এবং স্বাধীনভাবে যেকোনও ধর্ম পালন, অনুশীলন এবং প্রচারের অধিকার রয়েছে।

সর্দার তাহেরুদ্দিন বনাম বোম্বাই রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ অনুচ্ছেদ ভারতীয় গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির উপর জোর দেয়, যা সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা মৌলিক বলে মনে করেছিলেন।

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় আদালত নিশ্চিত করেছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ। আদালত আরও মতামত প্রকাশ করে যে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র হল সংবিধানের সারাংশ এবং মৌলিক কাঠামোর একটি মূল উপাদান।

ইসমাইল ফারুকী বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৪) মামলাটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র অনুসারে রাষ্ট্রের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যেকোনও সম্পত্তি অধিগ্রহণ করাকে সমর্থন করে।

অভিরাম সিং বনাম সিডি কমাচেম (২০১৭) মামলায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা নয়। বরং, এটি প্রতিটি ধর্মের জন্য সমান আচরণের নির্দেশ দেয়। আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি সংশোধন করা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা সকল ধর্মের সমতা নিশ্চিত করে এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যকারিতার সাথে সংযুক্ত, সহনশীলতা প্রচার করে এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে রক্ষা করে।

যদিও ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্রের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্পষ্টভাবে যুক্ত করা হয়েছিল, তবুও এটি গণতন্ত্রের আদর্শের মধ্যেই নিহিত ছিল, কারণ সমাজের কোনও অংশের সাথে যে কোনও কারণে বৈষম্য তৈরি করা হলে আর যাই হোক, গণতন্ত্র থাকতে পারে না তা বর্ণ, ধর্ম, জাতি, ভাষা, অঞ্চল, লিঙ্গ ইত্যাদি যাই হোক না কেন। সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার

প্রয়োগের ক্ষেত্রে equality এবং নাগরিকদের মধ্যে যে কোনও কারণে বৈষম্যের অনুপস্থিতি হল একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের ভিত্তি এবং একটি অধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হতে পারে না। ফলস্বরূপ, সাম্প্রদায়িকতা, অথবা জীবনের যেকোনও ক্ষেত্রে যেকোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের অনুশীলন অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক।

'আমরা, ভারতের জনগণ' বলতে 'আমরা, হিন্দু' বোঝানো হয় না, বরং এর অর্থ হল সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষ, ধনী ও দরিদ্র, সমতলভূমিতে এবং পাহাড়ে বসবাসকারী, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, রাজস্থান থেকেউত্তরপূর্বাঞ্চলের মানুষ। সংবিধান কোনও সামাজিক গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে না বা কোনও গোষ্ঠীকে কোনও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। অধিকন্তু, এই দেশের সকল মানুষই সংবিধান গ্রহণ করেছেন এবং এই জাতিকে একটি গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেবল হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা নয়।

৫১ক অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক কর্তব্যগুলি (Fundamental Duties) সকল নাগরিকের জন্য আরও বাধ্যতামূলক এবং কেউই এগুলি উপেক্ষা করতে পারে না। নাগরিকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলি হল:

- সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মান করা;
- ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা এবং রক্ষা করা;
- ধর্মীয়, ভাষাগত এবং বিভাগীয় বৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে ভারতের সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সাধারণ ভ্রাতৃত্বের চেতনা প্রচার করা;
- আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সম্মিলিত সংস্কৃতির মূল্য দেওয়া এবং সংরক্ষণ করা।
- এবং বৈজ্ঞানিক মেজাজ, মানবতাবাদ এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের চেতনা বিকাশ করা।

সংবিধানের উপরোক্ত স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় সমাজের একটি বড় অংশ এখনও বিশ্বাস করে যে দেশটি কেবলমাত্র তাদেরই, সংখ্যালঘুরা এই দেশে বিদেশি। এই চিন্তাভাবনাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, এমনকি সহিংসতার আশ্রয় নিয়েও তা আরও গভীর এবং স্থায়ী করা হচ্ছে। হতাশাজনক বিষয় হল, সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত অংশ এবং অর্থনৈতিকভাবে উচ্চ স্তরের মানুষদের মধ্যেও, অনেকেই এই অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং মনোভাবের পক্ষ হয়ে উঠেছে, হয় নিছক অজ্ঞতার কারণে, অথবা তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য ধর্মের নিকৃষ্টতার ভুল ধারণার কারণে, অথবা কিছু অর্জিত কুসংস্কার বা তাদের নিজস্ব স্বার্থের কারণে।

তাই এখানে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, এই দেশের মুসলিম ও খ্রিস্টানরা হিন্দুদের মতোই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। মুসলিমদের প্রায় ৯০ শতাংশ এবং আজকের ৯৫ শতাংশ খ্রিস্টান মূলত হিন্দু ছিলেন এবং স্বেচ্ছায় তাদের নিজ নিজ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, অথবা কিছুটা জোর করে বা চাপের মুখে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণ এবং উচ্চ শ্রেণির লোকেরা সেই সময়ের শাসনব্যবস্থার অধীনে ক্ষমতা এবং পদ লাভের জন্য এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে নিম্ন বর্ণের লোকেরা, যারা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তারা বর্ণ ব্যবস্থার অত্যাচার এবং হিন্দুধর্মে প্রচলিত আচারঅনুষ-ঠানের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তা করেছিল। বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ ধর্মের মতো ধর্মের জন্ম হয়েছিল এই অত্যাচার, বৈষম্য এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে।

ধর্মীয় ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগের আগে, এই দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ কোটি, যার মধ্যে প্রায় ৮ প্রায় ভারতে আজ মুসলিম। ছিল কোটি ৫০.১১৪ কোটি হিন্দু এবং ২০ কোটি মুসলিম রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পরেই ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা দ্বিতীয় বৃহত্তম; মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে দুই প্রতিবেশী

রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয়েই ভারতের চেয়ে পিছিয়ে।

একটি জাতির ভিত্তি ঠিক কী তা আলোচনার জন্য ধর্ম অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ধর্ম, যদিও একটি অন্যতম প্রধান কারণ, তবে তা integral part নয় এবং সর্বদা বন্ধনের উপাদানও নয়। ইতিহাস হিন্দু রাজ্য, খ্রিস্টান জাতি এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তঃধর্মীয় যুদ্ধ এবং একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংস সংঘাতের উদাহরণে পরিপূর্ণ। যখন হিন্দু রাজা এবং মুসলিম রাজারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতেন, তখন তাদের সেনাবাহিনীতে যথাক্রমে মুসলিম এবং হিন্দুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল, এমনকি তাদের সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং প্রধান হিসেবেও অনেকে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও হিন্দু ভারত এবং হিন্দু নেপাল কখনও এক জাতি ছিল না, মুসলিম বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যায়, তবে তা মূলত ধর্ম নয়, ভাষার প্রশ্নে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন, সংঘাত, সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ এর প্রচার, প্রসার হলে লাভের গুড় কোনোদিন খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে যায় না অথচ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্ত ঝরে, ঘর পোড়ে তাদের লাভের গুড় কোথায় যায় উত্তর দিয়ে পাঠককে লজ্জিত করার অভিপ্রায় না থাকাই উচিত।

প্রশ্ন হলো সাম্প্রদায়িক বিভাজন বা দাঙ্গায় লাভ কার হয়? ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক পৃথিবীতে কোনো দিন ভাতের জোগান দেয়নি। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচারের প্রসারের অদম্য আসুরিক চেষ্টায় পৃথিবীতে যত রক্তপাতের ইতিহাস তৈরী হয়েছে অন্য কোনো করেণ তা হয়নি। কিন্তু এই বিভাজন করার মৌলিক দর্শন তাঁরাই গ্রহণ করেন যাঁরা জনগণের সম্মিলিত শক্তিকে ভয় পান। তাই জনগণকে পরিচিতি সত্বায় যত বিভক্ত করা যাবে মূল অধিকারের প্রশ্নের লড়াইকে অতো দুর্বল করে দেওয়া যাবে। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, যুদ্ধোন্মতা, অবিশ্বাস, ঘৃণাকে যত বাষ্পে পরিণত করা যাবে বিভাজনের টারবাইনকে ততো জোরে ঘোরানো যাবে, অপরা শক্তির যোগান বাড়ানো যাবে। দাঙ্গার বা জাতি রাষ্ট্রের যুদ্ধোন্মত্ততা বা ধর্মীয় মৌলবাদ সঞ্জাত সন্ত্রাসবাদ এরা এক বন্ধনীভুক্ত পারস্পরিক ঘৃণার সম্পর্কের আড়ালে আসলে পরস্পরকে সাহায্য করে। দাঙ্গার আবহে হোক, সন্ত্রাসের আবহে হোক—শাসক তার অভীষ্ট পুরণে সমর্থ হয়ে যায় কারণ যাদের অধিকার হরণ হচ্ছে তাদের সম্মতিই আদায় হয়ে গেছে পক্ষ অবলম্বনের Polarisation-এর মধ্যে দিয়ে।

মানুষ হিসেবে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হলে কোনও মানুষই তাদের জন্মভূমি এবং পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। জীবনের ক্রমাগত নিরাপত্তাহীনতা, সমান মর্যাদা এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বৈষম্য এবং তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, বিশ্বাস, ধর্ম বা সংস্কৃতির প্রতি হুমকি সমাজের কিছু অংশকে জাতীয় জীবনের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। প্রতিটি জাতির মধ্যে ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির চেয়ে বেশি উপসামাজিক গোষ্ঠী রয়েছে। প্রধান জাতীয় গোষ্ঠী, যারা নির্দেশ এবং আধিপত্য বিস্তারের অবস্থানে রয়েছে, তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে কোনও কারণে বৈষম্য করা না হয়। কোনও জাতি পরিকল্পিত নয়। এটি ঐক্যের অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হয়, যা সাধারণ আশা এবং আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ আশঙ্কা এবং অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে একটি সাধারণ অংশীদারিত্ব দ্বারা তৈরি হয়। ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করতে হবে, যা ভেতর থেকে বিকশিত এবং বৃদ্ধি পেতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন কোনও না কোনও কারণে জনগণকে আলাদা রাখার চেষ্টা করে, তখন একটা জাতি বা দেশ বৃদ্ধি পেতে পারে না। একটি দেশকে একত্রিত রাখার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের, কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর মদেধ্য কোনও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরির সুযোগ না দিয়ে; পরিবর্তে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঐক্য ও অখণ্ডতার অনুভূতি লালন করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় হলসভা

সমিতির ৩৮তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে গত ২৪শে মে, কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে একটি 'কেন্দ্রীয় হলসভা'র আয়োজন করা হয়। এই 'কেন্দ্রীয় হলসভা' থেকে ক্যাডার স্বার্থ ও ক্যাডারঐক্যরক্ষার ইস্যুগুলিকে কেন্দ্র করে একটি 'দাবী-প্রস্তাব' গ্রহণ করা হয়। বেলা ১১টায় সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপসমিতির সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। এরপর 'সমিতির পথচলার ইতিবৃত্ত ও ইতিকর্তব্য' শীর্ষক একটি আলোচনা উপস্থাপিত করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক **চঞ্চল সমাজদার**।

পরবর্তী পর্যায়ে সমিতির 'দাবী-প্রস্তাব' উত্থাপিত করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক **রিম্পা সাহা**। উত্থাপিত দাবী-প্রস্তাবের সমর্থেনে এরপর বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক **শান্তনু গাঙ্গুলী** এবং প্রিয় সাধারণ সম্পাদক **কৃশানু দেব**। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি **দিব্যসুন্দর ঘোষ,** সহ-সভাপতিত্রয় **দেবব্রত ঘোষ, জরিতা দাস** ও **অর্ণব চৌধুরী**-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে 'দাবী-প্রস্তাব'টি গৃহীত হয় সমাগত সদস্যবৃন্দের সমবেত করতালি ধ্বনির মধ্য দিয়ে। শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে সভাস্থল।

মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির পর পরিবেশিত হয় সমিতির প্রাক্তন কর্মী-নেতৃত্ব রজত চক্রবর্তীর উপন্যাস 'পঞ্চাননের হরফ' অবলম্বনে অনীক নাট্যসংস্থা প্রযোজিত 'আক্ষরিক' নাটকটি।

প্রায় সাড়ে তিনশো অনুগামীদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সমিতির এই কেন্দ্রীয় কর্মসূচিটি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়, যা সমিতির পথচলার ইতিবৃত্তে সংযোজিত করলো এক আলোকিত অধ্যায়।

সঙ্গীতানুষ্ঠান : কেন্দ্রীয় হলসভার সূচনায় সম্মেলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমিতির সাংস্কৃতিক টীম-এর সদস্যবৃন্দ: অর্ণব চৌধুরী, ঋদ্ধি চক্রবর্তী, তনয়া ঘোষ, আমিনুল ইসলাম খান ও জয়তী ব্যানার্জী। 'ও আলোর পথযাত্রী', 'আজ নয় গুণগুণ গুঞ্জন', 'সেদিন আর কত দূরে' এবং 'পথে এবার নামো সাথী'—সলিল চৌধুরী রচিত এবং সুরারোপিত এই চারটি গান বাদে 'কিছু রং দিয়ো রৌদ্র আর আকাশের' (কথা ও সুর: অনাথবন্ধু দাস)—সুগীত এই পাঁচটি গানের অনবদ্য পরিবেশনা সামগ্রিক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত আবহ সৃষ্টি করে শ্রোতৃবৃন্দকে উজ্জীবিত করে তোলে।

আলোচনা : 'সমিতির পথ চলার ইতিবৃত্ত ও ইতিকর্তব্য' : সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সংগঠনের ইতিহাস, প্রায় চার দশক ধরে পরিস্থিতির নানামুখী চ্যালেঞ্জ-এর মোকাবিলা করে ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমান কঠিন সময়ে কীভাবে নীতি ও আদর্শে বলীয়ান থেকেই সমিতি এগিয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। এই প্রেক্ষাপটে আলোচিত বর্তমান বাস্তবতায় সমিতিকে ক্যাডারস্বার্থ ও ঐক্যরক্ষার দাবীতে সমিতির দাবী-দাওয়া-আন্দোলনের সূচীমুখ কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে এবং আগামীদিনে সেই অভিমুখে সংগঠনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে সমস্ত অনুগামী তথা ক্যাডারসমাজকে দৃঢ় ঐক্যের বনিয়াদ গড়ে তুলে কীভাবে অধিকাররক্ষা ও অনর্জিতদাবী আদায়ে অগ্রসর হতে হবে—তার প্রতি আলোকপাত করেন। শ্রী সমাজদার তাঁর বক্তব্যে সামগ্রিক পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ করে দেখান সংগ্রাম-আন্দোলনের চলমানতা ও ইপ্সিত সাফল্য আক্রমণের উৎসমুখ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়; সমিতির গৌরবোজ্জ্বল

পথচলার ইতিহাস আমাদের সেই বার্তাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় নীতি-আদর্শে স্থিত থেকেই নেতিবাচক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করে যুক্তি ও বাস্তবতাবোধের ভিত্তিতে আগামীদিনের লড়াই-আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠাবর্ষের উদ্‌যাপন তাই নিছক প্রথাকৃত্য নয়, নতুন করে প্রতিজ্ঞায় উদ্‌ভাসিত হবার ক্ষণ। শ্রী সমাজদারের উদ্দীপ্ত ভাষণে শ্রোতাদের মনে বিশেষ অনুরণন সৃষ্টি করে। সমবেত সহর্ষ করতালিতে শ্রোতারা তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

'দাবী-প্রস্তাব গ্রহণ'

সমিতির পক্ষে 'দাবী-প্রস্তাব' উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক রিম্পা সাহা। উত্থাপিত এই 'দাবী-প্রস্তাব'টির পূর্ণাঙ্গ বয়ান এই সংখ্যায় মুদ্রিত করা হল।

'দাবী-প্রস্তাব'-এর সমর্থনে প্রথমে বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শান্তনু গাঙ্গুলী। তিনি মূলতঃ তাঁর বক্তব্যে ক্যাডারগত দাবী-দাওয়াগুলির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে এর প্রেক্ষাপট, বিভেদকামীদের অপযুক্তি ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রচেষ্টার স্বরূপ এবং উপযুক্ত তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরেসমিতির 'দাবী-সনদ'-এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। বিভাগীয় সার্ভিস গঠনোত্তর পরিস্থিতির সূত্রে সমিতির বর্তমান অবস্থানের প্রাসঙ্গিক দিকগুলিকেও তিনি জোরালোভাবে উপস্থাপিত করেন।

'দাবী-প্রস্তাব-'এর সমর্থনে এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সমিতির করণীয় প্রসঙ্গে এরপর বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব। তিনি দাবী-সনদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন—ক্যাডারগতভাবে, সাধারণভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরূপে এবং দেশের নাগরিক হিসেবে ত্রিমুখী আক্রমণের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, তাই আমাদের দাবী-সনদেও সবকটি প্রসঙ্গই স্থান পেয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে নয় বরং সবকটি ক্ষেত্রের ব্যাপকতর সংগ্রাম-আন্দোলনই আমাদের ওপর নেমে আসা আক্রমণগুলিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তাই, দাবী-দাওয়া আদায় এবং অধিকার রক্ষার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের উন্নততর চেতনা ও বলিষ্ঠ মনোভাবের সার্থক সমন্বয় ঘটাতে হবে, পরিস্থিতি উপযোগী করে সংগঠনকে আরো মজবুত করে গড়ে তুলে পা বাড়াতে হবে আগামীর পথে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উত্থাপিত 'দাবী-প্রস্তাব' সমর্থনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শ্রীদেব তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীর বিপুল করতালি ধ্বনির মধ্য দিয়ে।

'কেন্দ্রীয় হলসভা' থেকে সর্বসম্মতিক্রমে 'দাবী-প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদসূচক ভাষণের মধ্যে দিয়ে এই পর্বের সমাপ্তি ও মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি ঘোষিত হয়।

পরবর্তী পর্বে পরিবেশিত হয় 'অনীক' প্রযোজিত নাটক 'আক্ষরিক।'

‘কেন্দ্রীয় হলসভা’ থেকে গৃহীত ‘দাবী প্রস্তাব’

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দের অর্থাৎ WBLRS Service এবং SRO-II ও RO দের প্রতিনিধিত্বকারী অগ্রগণ্য সংগঠন ‘এ্যাসোসিয়েশন অব্ ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল’ এর কেন্দ্রীয় কমিটি আহূত আজকের এই মহতী ‘সদস্য সমাবেশ’ গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে—ক্যাডারগত দাবীদাওয়ার প্রশ্নে তথা সাধারণভাবে একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরূপে এবং দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একজন নাগরিক হিসাবে আমরা নানাবিধ আক্রমণের সম্মুখীন। এই সর্বব্যাপ্ত আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে সমিতির পক্ষ থেকে এই সভায় আমরা সুনির্দিষ্ট কিছু দাবী-দাওয়া’ উত্থাপন করতে চাই যার ভিত্তিতে পরবর্তী সংগ্রাম-আন্দোলনের গতিপথ সুচিহ্নিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত ৮-৯ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আমাদের প্রিয় সমিতির ঊনবিংশতিতম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনোত্তর পর্বে আজ ২৪শে মে, ২০২৫ আমরা এখানে পুনর্মিলিত হয়েছি। ১৯৮৭ সালের ২৩শে মে রাইটার্স বিল্ডিং ক্যান্টিন হলে সমিতির আনুষ্ঠানিক নতুন পথ চলায় ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ক্যাডার স্বার্থরক্ষায় অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করার সূত্রে বিগত আটত্রিশ বছর যে-পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি, আজ তা’ এক নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের এই মোড়ে দাঁড়িয়ে যুক্তিনিষ্ঠ প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমিতে আমাদের সুচিহ্নিত করতে হবে আগামী দিনের পথচলার দিশা। সংগঠনের নীতি-আদর্শকে পাথেয় করেই ‘ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য’-এর পরিমণ্ডলকে আরও বিস্তৃত করে আমাদের নির্মাণ করতে হবে ভবিষ্যতের যাত্রাপথ। এই ‘দাবী সভা’-র মঞ্চ সেই গুরুদায়িত্বের কথাই আমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

রাজ্য সম্মেলনের পর ছ’মাস পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কাডারদের আর্থিক দাবীদাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সামান্য অগ্রগতি ঘটেছে (অন্ততঃ WBLRS ভুক্ত কিছু অংশের আধিকারিকের MCAS এর সমস্যা নিরসনের বিষয়ে)। এখনও সামগ্রিক ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে পথ চলতে হচ্ছে। WBLRS Service গঠনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ক্যাডারের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশেষতঃ RO এবং SRO-II পদমর্যাদার আধিকারিকদের মধ্যে যে অস্থিরতা বিদ্যমান রয়েছেতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি দায়িত্বশীল ক্যাডারের প্রতি দায়বদ্ধ সংগঠন হিসাবে আমাদের করণীয় নির্ধারণের করার তাগিতেই এই সভার আয়োজন।

এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে—

বিগত ২৯/০৩/২০২৩ দুটি Notification প্রকাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে WBLRS গঠিত হয়। আমাদের দাবী মোতাবেক সার্ভিস তৈরী না হওয়ার ফলে অনেকগুলি সমস্যা তৈরী হয়—(১) ১৯ নং স্কেল না দেওয়া অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ স্টেট সার্ভিস নয়, (২) সার্ভিসের পদসংখ্যা কম হওয়ায় SRO-II ক্যাডার খণ্ডিত হয় বা ক্যাডার ঐক্যের পরিপন্থী, (৩) ১৮ নং স্কেল এ পদসংখ্যা কম হওয়ার বেশীরভাগ ক্যাডারই ১৭নং স্কেল পেয়ে অবসর গ্রহণ করবেন, যা সার্ভিস গঠনের পূর্বেই তাঁরা অর্জন করতে পারতেন, (৪) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনটি ক্যাডারের (RO, SRO-I, এবং SRO-II) মধ্যে সবথেকে বড় ক্যাডার অর্থাৎ RO cadre এর ভবিষ্যত

আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। WBLRS Service কে কেন্দ্র করে আরো সমস্যা ক্যাডারের সামনে এসেছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল যে ২০২৩ সালের WBCS (Exe.) এ Feeder post-এর যে Quota প্রকাশিত হয়েছে তাতে SRO-II দের জন্য Quota বরাদ্দ হয় নি। [মনে করে দেখুন যে WBLR Service এর Notification সামনে আসার পর Jr. BDO ক্যাডার থেকে অনুরূপ চাহিদা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে WBCS (Exe) Feeder quota থেকে SRO-II দের বাদ দেওয়া হোক!] ২০২৪ সালের WBCS (exe) Feeder Quota র নির্দেশিকা P&AR দপ্তর থেকে এখনও প্রকাশিত হয় নি। এমনিক ২০২২ সাল পর্যন্ত নির্ণীত (cumulative vacancy) শূন্যপদে PSC কর্তৃক মনোনীত eligible SRO-II দের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক টালবাহানা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যদিও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে যে ৩৪৭টি SRO-II পদকে অদূর ভবিষ্যতে WBLR Service এ ভুক্ত করা হবে এবং Revenue Officer দের WBCS (Exe.) এর feeder quota তে পদোন্নতি দেওয়া হবে। নিঃসন্দেহে ইতিবাচক বিষয় যা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী অর্থাৎ প্রাক বিভাগীয়-সার্ভিস গঠন পর্বের দাবীর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণও বটে। তবে, ক্যাডারের অর্জিত অধিকার বিলোপ এবং ক্যাডার ঐক্যের বিরোধী কোনো পদক্ষেপ পদোন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায়সূচক বা ক্যাডার স্বার্থহানিকর অন্য কোন নেতিবাচক উদ্যোগের প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে সমিতি ক্যাডার সংহতির মধ্য দিয়ে মোকাবিলা করবে।

এই সভা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, অন্যায্য বদলী, শনি-রবি-ছুটির দিনেও অফিস খুলে কাজ করানো, অপর্যাপ্ত কর্মচারী, দুর্বল পরিকাঠামো নিয়েও সময় বেঁধে কাজ কার জন্য অমানুষিক চাপ, মাফিয়াদের গুণ্ডামি, প্রশাসনিক স্তরে বিচার বিবেচনাহীন আচরণ, অপ্রয়োজনীয়ভাবে পুলিশি অতিসক্রিতা—আজ সমগ্র ক্যাডারের উপর বহুমাত্রিক আক্রমণ হিসাবে নেমে এসেছে।

একই সাথে এই সভা পর্যবেক্ষণ করছে যে সামগ্রিক পরিস্থিতি খুবই কঠিন ও জটিল, আমাদের ধারণার চাইতেও অনেকগুই বেশী। একদিকে নজিরবিহীন বেকারত্ব অন্যদিকে অপমানিত লাঞ্ছিত কর্মহারা মানুষ রাস্তায়. কর্মস্থলে সুরক্ষার দায় নিতে প্রশাসন ব্যর্থ। সমগ্র কর্মচারী সমাজ আক্রান্ত। কর্মচারীদের ন্যায্য মহার্ঘ্যভাতা (DA) বকেয়া। বেতন কমিশনকে যথাযথভাবে কাজ করতে দেওয়া এবং বেতন কমিশনের কর্মচারীস্বার্থবাহী সুপারিশ দ্রুত রূপায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব বিদ্যমান। গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত হওয়ার, সংগঠনের দর-কষাকষি করার পরিসরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। নিয়োগকর্তার তরফ থেকে কর্মচাচীরে সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে এবং ট্রেড ইউনিয়নমুক্ত কর্মপরিসর তৈরির জন্য সবসময় চেষ্টা চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে, সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে নিজেদের অবস্থানের মূল্যায়ন করার 'ভ্রান্তিবিলাস' আমাদেরকে আচ্ছন্ন করছে। তাই প্রয়োজন সমগ্র সদস্য বন্ধুদের সেই চেতনার স্তরে উন্নীত করা যেখানে চেতনালব্ধ ঐক্যের মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে সক্তিশালী গণসংগঠন।

একইসঙ্গে এই সভা প্রত্যক্ষ করছে যে ধর্ম, সন্ত্রাসবাদ, জাত-পাত, পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সহ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। এই চ্যালেঞ্জকে রুখে দিয়ে এর বিপ্রতীপ অবস্থানে দাঁড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিস্থিতি যাচাই করেই আমাদের ক্যাডার তথা সাধারণ কর্মচারী এবং সাধারণ মেহনতি মানুষ হিসাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শোষণ-বঞ্চনা-সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদহীন প্রকৃত গণতান্ত্রিক ইকো সিস্টেম করে গড়ে তুলতে আজরে এই সভা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা থেকে নিম্নলিখিত বিষয় ও দাবীসমূহ

যার বেশিরভাগ দাবিই আমাদের বিগত রাজ্যে সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে, পুনর্বার তা'র মীমাংসার জন্য জোরালো দাবী জানানো হচ্ছে—

১. (ক) Merger with absorption এর দ্বারা সমগ্র WBSLRS Gr-1 ক্যাডারকে SRO-II cadre এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং SRO-II nomenclature দিতে হবে।

(খ) Merged SRO-II cadre কে PSC এর মাধ্যমে WBCS Group-C তে সরাসরি নিয়োগ করতে হবে এবং WBCS (Exe) এর Group-C তে সর্বোচ্চ বেতনক্রম (পূর্বতন বেতনক্রম নং ১৫; সমগ্রুপে সম বেতন) প্রদান করতে হবে।

(গ) WBLR Service কে Constituted State Service এর মর্যাদা দিতে হবে এবং পাঁচটি (৫) category তে অর্থাৎ ১. Assitant Director Asst. Secretary (৬৫০টি পদ), ২. Deputy Director/ Deputy Secretary (৩২৫টি পদ), ৩. Joint Director/ Senior Deputy Secretary (১০৯টি পদ), ৪. Additional Director/ Joint Secretary (২২টি পদ) এবং ৫. Additional Secretary স্তরে (১১টি পদ) সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ State Service চালু করতে হবে। সর্বমোট (৬৫০ + ৩২৫ + ১০৯ + ২২ + ১১) \ ১১৭ cadre strenth সমন্বিত State Constituted service যার (১১১৭ - ৭৩৪) = ৩৮৩টি পদ আসবে ১৯৩২টি SRO-II (merged) পদ থেকে converted হয়ে অর্থাৎ SRO-II পদের সংখ্যা চূড়ান্ত হবে (১৯৩২- ৩৮৩) = ১৫৯৪।

(ঘ) Revenue Officer পদ থেকে SRO-II শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

(ঙ) WBCS (Exe) এর promotee feeder হিসাবে LR দপ্তরের বরাদ্দ ৫৩% কোটা বজায় রাখতে হবে।

(চ) WBCS (exe) এর feeder এর eligibility criteria (RO & SRO-II combined capacity-তে) যেমন ৬ বছর তেমনই WBLRS এক feeder এর ক্ষেত্রে তা' ৮ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর করতে হবে।

(ছ) WBLRS এর ক্ষেত্রে ১৬নং, ১৭নং, ১৮নং ও প্রস্তাবিত ১৯নং স্কেলে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন সময়সীমা ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর এবং ১৯নং স্কেল থেকে ২০নং স্কেল-এ ২ বছর করতে হবে।

(জ) আপাততঃ WBLR Service Rule এর ৫ বছরের সময়ীমাকে শিথিল করে বরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ১৭নং Scale এ (Depurty Director) ২২০টি পদ এবং ১৮নং Scale এ (Joint Director) ৭৪টি পদ পূরণ করতে হবে।

(ঝ) RI পদ থেকে RO পদে পদোন্নতিতে টালবাহানা বন্ধ করতে হবে এবং Inter se seniority বজায় রেখে নিয়মিত পদোন্নতি দিতে হবে।

(ঞ) প্রতিটি ব্লক অফিসে সার্ভের কাজের দক্ষতাসম্পন্ন কর্মচারী দ্রুত নিয়োগ সহ বিভাগীয় প্রতিটি স্তরে নির্ধারিত পদের শূন্যতা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

(ট) WBLRS এর Cadre Schedule অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

(ঠ) Died-In-harness ground এ নিয়োগ ও Compassionated ground এ বদলির বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(ঢ) জনপরিষেবা কার্যকরীভাবে প্রদানের জন্য ব্লক অফিসগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দিতে হবে।

(ণ) Depaertmental proceedings এর দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

(ত) BL & LOR এবং RO দের ন্যস্ত দায়িত্ব নির্বাহের কাজে WBLR Act' 1995 এর Section 58 এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

(থ) SAR প্রদানের জন্য Hiearchy তে অবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সময়তো দায়িত্বপালন নিশ্চিত করতে হবে।

(দ) শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিনে Quasi-judicial কাজ করার অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা চলবে না।

(ধ) নির্দিষ্ট সময়ে পদোন্নতি না দিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না।

(ন) ডিজিটাল ব্যবস্থায় Assets Declaration Statement সংরক্ষণ করতে হবে।

(প) নিয়মিতভাবে Gradation List update করে প্রকাশ করতে হবে।

(ফ) বিভাগীয় Transfer Policy Guidelines অনুযায়ী আধিকারিকদের বদলি করতে হবে।

(ব) Service Confirmation, Service Continuation, MCAS file, Identity Card, Service Book preservation and updation ত্যাদি কাজ বকেয়া রাখা যাবে না।

(ভ) অবসরজনিত বিষয় এবং স্বাস্থ্য বিমার বকেয়ার ফাইল সময়মতো নিষ্পত্তি কতে হবে।

২. AICPI এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবিলম্বে বকেয়া ন্যায্য মহার্ঘ্য ভাতাপ্রদান করতে হবে।

৩. সপ্তম বেতন কমিশন অবিলম্বে গঠন করতে হবে।

৪. সমস্ত রাজ্য সরকারী শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ করতে হবে এবং অস্থায়ী কর্মচারিদের অবিলম্ব স্থায়ী করতে হবে।

৫. নির্বিঘ্ন জনপরিষেবা দেওয়ার স্বার্থে কর্মস্থলে দুষ্কৃতি তাণ্ডব বন্ধ করতে হবে, দুষ্কৃতিদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূক শাস্তি দিতে হবে।

৬. স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

৭. উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মচারী সংগঠনের মত বিনিময়ের পরিসরকে কোনোভাবেই সঙ্কুচিতকরা চলবে না।

৮. সরকারি সম্পত্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে।

৯. ভবিষ্যনিধি প্রকল্প সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা খাতে সুদের হার কমানো চলবে না এবং তার বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্তহানিকর কাজ করা চলবে না।

১০. শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারিদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হরণ করার চলবে না।

১১. প্রান্তিক কৃষক, ক্ষেতমজুরদের অর্জিত অধিকার বজায় রাখতে হবে।

১২. সারা দেশেরসঙ্গে আত্বমদের রাজ্যে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ সঞ্জাত সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং সন্ত্রাসবাদকে শক্তভাবে রুখতে হবে।

২৪শে মে, ২০২৫

কলামন্দির, কলকাতা — সভাপতি

Service Matters : A Glimpse

Anjana Bhattacharya

The service of a government employee lies within the domain of two separate sets of Rules and Regulations—one set that governs his work and the other that governs his service conditions, entitlements and employment relations. For instance, in case of the officers of this cadre, the various land related legislations and other related body of laws and statutory provisions like W.B.E.A. Act, 1953; the W.B.L.R. Act, 1955; the Land Acquisition Act, 1894;the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, The West Bengal Thika Tenancy (Acquisition and Regulation) Act, 2001 etc. come within the first set. The second set comprises of the service laws the WBCCAR, 1971; WBDRO Rules, 1980, WBDCRB Rules, 1971 etc. Service laws not only ensure a structured, predictable, fair and just employment environment but also helps resolving service disputes and addressing concerns related to employment conditions. The entitlements of a government servant in the form of in-service benefits and post-service benefits are determined and governed by the service laws. Owing to the vastness of the service-related issuesand innumerable disputes, separate Tribunals have been established at the Central and the State level to adjudicate exclusively on service matters.

The term service matter is defined u/s 3 of the Administrative Tribunals Act, 1985 as all matters relating to the conditions of his service in connection with the affairs of the Union or of any State or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India, or, as the case may be, of any corporation [or society] owned or controlled by the Government, as respects—

(i) remuneration (including allowances), pension and other retirement benefits;

(ii) tenure including confirmation, seniority, promotion, reversion, premature retirement and superannuation;

(iii) leave of any kind;

(iv) disciplinary matters; or

(v) any other matter whatsoever;

In West Bengal, the Service matters, in general, are governed by the provisions of the following Acts and Rules:

A. **West Bengal Service Rules 1971 - Part I and Part II**
   The West Bengal Service Rules (WBSR) govern the conditions of service for government employees in West Bengal, excluding pension, compensatory allowances, and medical allowances. They cover aspects like General Conditions of Service, Appointment, Occupation of Government Residence, Pay Fixation, Joining Time, Leave Rules,conduct, discipline, and appeal procedures, Allowances.

B. **West Bengal Services (Duties, Rights and Obligations of the Government employee) Rules, 1980,** applies to all employees of the Government of West Bengal except persons appointed to any All - India Service and members of the police and Jail staff.

C. **The West Bengal Services (Classification, Control and. Appeal) Rules,** 1971governs the conduct, classification, control, and appeal procedures for government employees in West Bengal, with amendments made over time **(2008 and 2014).**

D. **The West Bengal service (Death-cum-Retirement Benefit) Rules, 1971**
These apart, service matters are also regulated by **Case Laws** enunciated by the HonTale Supreme Court and High Court at Calcutta. There are also Rules that cater to specific matters and specific cadres like the West Bengal Services (Determination of Seniority Rules), 1981.

Memoranda, Notifications and Circularsissued by the Finance, Labour and other relevant Departments are also crucial in certain service matters such as Service records, Compassionate Appointments, Pensionmatters etc.

The service matters encompass a vast array of issues and are an everevolving and dynamic subject. We attempt to initiate our discussion on service matters with the topic of service book which is a document that tracks all the significant events and administrative actions related to a government employee's career, from recruitment to retirement. It serves as a comprehensive record of his/her service history and demands special attention.

Service Book and eService Book:

I. The provisions relating to **opening and maintenance of the Service Book** of a Government Employee are contained in Appendix - 7 (IV) of the W.B.S.R. Parti.

- The service book serves as a comprehensive record of an employee's official life, including appointments, promotions, transfers, leave records, and any disciplinary actions. It's essential for tracking an employee's career progression and ensuring accurate record-keeping for personnel matters.
- A service book is maintained for every full time Govt. employee.
- Service book is opened in duplicate immediately after the joining of an employee.
- The service book is crucial for sanction of pension and other retiral benefits.lt is to be meticulously maintained and regularly updated and verified as changes in the entries made therein are subject to several constraints and involve elaborate procedures.

II. Rectification / Change in entries of Service Book:

a. In matters relating to change of date of birth of Govt. employees as noted in service book, Memorandum No. 707-F(P), Dated: 24.01.2012 of the Finance Department, Govt. of West Bengal states that:
"In pursuance of the recent judgement of the HonTole Supreme Court in the case of State of Tamil Nadu-vs-T.V. Venugopalan and in some other similar cases, the Governor has now been pleased to decide that prayer for change in date of birth in respect of the Govt. Employees, will not be entertained, if the said prayer is not made in within the period of five years frorri the date of joining in the Government Service."

b. The procedures for change of name and surname of a State Government employee are laid down by Finance Department Memorandum No. No. 3990-F dated 04. 05. 2005 as follows:

i. All cases of addition/ deletion or change in name/ surname by a Governmentemployee may be done by formally executing a deed in specified format followed by publication of the change in a daily local newspaper as well as in the Kolkata Gazette.

ii. Addition/ change in surname only on account of marriage/ remarriage of a female Government employee may be proceeded with by giving a formal intimation to her appointing authority of her marriage and request for a change in her surname and furnishing the particulars of her husband for necessary entry in her service book.

iii. Deletion of Surname or reversion to maiden name on divorce/ separation or death of the husband of female Government employee may be done by giving an intimation to the appointing authority regarding change in marital status along with a formal request for reversion to her maiden name.

III. Reconstruction of Service Book:

The reconstruction of the physical service book in case of loss of the original service bookmay be done by the Head of the Administrative Departmentin terms of Finance Department Memorandum No. 1885 -F(P) dated 2nd March, 2012 following the procedure laid down under Section IV of Appendix 7 of WBSR Part I.

IV. e-Service Book:

The Government of West Bengal vide Memorandum No. 6000 - F(Y) dated 05.11.2019 of the Finance Department (Audit Branch), introduced Online System of Service Book Management in respect of State Government Employees to mitigate the problems of Service Books not being updated, damaged, lost, erroneous entries etc. prevalent in the of the manual system causing enormous hardship to the Government employees and the offices. Through a subsequent series of Memoranda namely 6716-F(Y) dt. 10.12.19, 7058-F(Y) dt. 30.12.19; 1303-F(eGov) dt. 21.03.23 of the Government of West Bengal, Finance Department (Audit Branch) (available at https:// finance.wb.gov.in), the procedures for implementing e-Service Book were laid down.There being no scope of taking up the matter in detail, we limit ourselves to a brief discussion on e-Service Book.

According to the provisions of **Memorandum No. 6000 - F(Y) dated 05.11.2019** after the introduction of e-Service Book, digital format of the e-Service Book approved by the Custodian in HRMS is to be, considered as authenticated service record of an employee for all purposes. However, only in exceptional cases, where a physical copy of the Service Book is required by any statutory authority or a court of law, a printout of eService Book from HRMS shall be taken and authenticated by a competent and duly authorised official for the said purpose. However, records relating to some incidences will continue to be entered manually

in e-Service Book by the office of the custodian of service book even after introduction of e-Service Book as these are not processed through any sub-module of HRMS. These are i**) Trainings ii) Departmental Proceedings iii) Publications iv) Awards/Re wards v) Service verification**

Guide-lines for Legacy Entry in e-Service Book on HRMShave been made available on the WBIFMS portal. According to such guidelinesall legacy data pertaining to service matters of an employee as already recorded in the physical Service Book are to be entered in the e-Service Book on HRMS by the employee himself/her self through his/her eSE login (e-Service for Employees) functionality of the IFMS Portal from the particulars available in the authenticated copy of his/her Service Book.

There areeighteen parts in the e-Service Book where service-related records are to be entered categorically. These eighteen heads are :

a.Basic details, b. Appointment and Confirmation, c.Posting, d.Promotion, e.Pay, f.Service Verification, g.GISS, h.Leave, i.TC/LTC/HTC, j. Loan, k.Training, 1. Departmental Proceeding, m. Suspension, n. Award/Re ward, o.Publication, p.Foreign Service, q.Foreign Service Contribution, r.Special entry.

After the details are entered, the same is to be forwarded to the approver through stages who will approve the legacy entries after verification with the updated physical Service Book.

“Workflow Chain” and “Approval of eService Book” in HRMS has been introduced vide Notification No. 1303-F(e-Gov) dated 21.03.2023 which clearly defines the flow of Service Book in HRMS for extensive scrutiny by the concerned staff member at thelowest level of workflow chain, thereafter, recommendation by the middle level officer(s) onverification of such scrutinized eService Book and finally, approval by the Head of office himselfor by a Delegated Approver on being fully satisfied with the entered records in eService Book.Once a user in a workflow chain forwards the eService Book, it moves from one authorityto another automatically following the workflow chain until it reaches the Approver/Delegated Approver who is entrusted with the task of approval of the eService Book inthe HRMS module.

For any correction to the entries in the physical service book other than those, the incumbent is required to intimate in writing to the Custodian of the physical service book with substantiating documents who will verify and incorporate the change. For any correction to the e-service book entries, the necessary entries are to be made by the concerned employee in the e-service book through their HRMS login and forward the same for approval.

It is imperative to note that during the transitional phase, until the online system for management of service records become fully operational, both the physical and eService Book are equally important and need to be carefully verified and updated. Legacy entry must be completed accurately at the earliest possible.After initiation of the eService Book and the completion of thepreliminary procedural steps, it will be updated automatically in respect of leave (other than casual leave), loan, TC/HTC/LTC, pay fixation, necessary entries due to transfer and promotion through HRMS module.

সমিতিগত তৎপরতা

● সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সমীপে সমিতির পক্ষ থেকে যেসব দাবীদাওয়া সম্বলিত পত্র পেশ করা হয়েছে, এই সংখ্যায় সকলের জ্ঞাতার্থে সেগুলি নীচে মুদ্রিত করা হল:-

Memo No.: 01/ALLO/2025 Date: 13.05.2025

To
The Additional Chief Secretary &
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Department of Land & Land Reforms
and Refugee Relief and Rehabilitation,
Nabanna, 6th Floor, Howrah.

Subject: Promotion to the feeder post of WBCS (Exe),

Respected Sir,

With due respect, I, on behalf of our association would like to reiterate once, the subject issue with grave anxiety.

Sir, we have come to know that the Public Service Commission, West Bengal has already nominated the names of the eligible SRO-Ils belonging to our department for the cumulative vacancy of 2022 allotted to feeder post to the WBCS (Exe) on promotion.

Unfortunately, the consequent appointment order has not yet been published so far. The inordinate delay, not only creates anxiety amongst the incumbent officers but also generate financial loss in recurrence. Even the delay creates hindrance for the promotion of the feeder cadres of SRO-11 posts with capillary effect, too.

In this context, 1, on behalf of our association, would like to recall the fact that the legitimate quota for the SRO-IIs of our department in the vacancy for the year 2023 in promotee feeder of WBCS (Exe) posts, has not yet been published accordingly.

Thus, on behalf of our association, 1 request your kind self to look into the matter with due importance.

Thanking you.

Yours faithfully,
Sd/-
(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No.: 111(2)/ALLO/2025 Date: 13.05.2025

Copy forwarded to

1. Secretary, Public Service Commission, West Bengal for kind information and necessary action.
2 Secretary, Personnel & Administrative Reforms Department, Govt, of West Bengal for kind information and necessary action.

Krishanu Deb
Genera1 Secretary

Memo No.: 14/ALLO/2025 Date: 13.05.2025

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation,
Nabanna, 6th Floor, Howrah.

Subject: Subject: Charter of Demands as unanimously adopted in the General Meeting held on 24-05-2025 at the Kalakunj (Kala Mandir) Auditorium, Kolkata.

Respected Sir,

With due respect to your kind self, on behalf of our association, 1 would like to express that the scheduled assemblage has been successfully organised in presence of more than three hundred members of our beloved association and concluded with a unanimous decision regarding the charter of demands for the departmental cadres of L&LR&RR&R Dept. of Govt. of West Bengal.

Sir, since the inception of the WBLR Service, we have knocked several times to raise the pertinent issues that haunt the cadres of the department. The promotion of Revenue Officers, the promotion of the SRO-II in the feeder posts of WBCS (Exe), fulfillment of the vacant posts of the WBLR Service along with the promotion of the Revenue Inspectors to the vacancy at WBSLRS, Gr-1, are the most noteworthy.

Since the nineties of the last century, our association has relentlessly been fighting to realize the demands, tirelessly, and which resulted in upgradation of pay scales of WBSLRS Gr-1 (RO) and SRO-lls and conversion of 301 posts of WBSLRS GR-I to SRO-11 paving the way to creation of departmental service in the form of WBLR Service. Our assessment of the newly formed service has also been stated in'our several communications addressed to your kind perusal.

Based on our experience of LR work, we always strive for retention of the expertise in LR work in our department, which is the utmost basis of our thought in ' framing of our scientific and achievable demands.

Sir, it is a common fact that every success is followed by its own contradiction which has to be neutralised on the basis of the concrete situation analysis. / After the promulgation of the WBLR Service we have put forward our view in our several communications even in our earlier charter of demand as adopted in our Extraordinary General Meeting (EGM) held on 03/06/2023. We may also recall that on 06/09/2024 we have got opportunity to meet you at your chamber to raise our concern in a number of issues such as Land Reforms, fighting the court cases, safeguarding state interest as well as the officers' interest in the Courts of law, transfer and posting guidelines of the officer cadres and the demands concurring career, scales of pay and formation of much coveted service in this department. Even obeying your concern, we have sorted out our

priority and consequently have submitted our demand list once on 11/09/2024 vide No. 22/ALLO/2024.

This is noteworthy to mention here that though the department once had suggested for creation of service with 1044 cadres comprising of SRO-lls and the then existing SRO-ls entirely and submitted their valued opinion to the 6th Pay Commission, the notification of creation of WBLR Service on 29 March 2023, is not in that tune resulting deleterious effect upon the interest of cadre on many grounds as well as non-congruent in structure as compared with all other State-Services so far constituted by Government of West Bengal.

In this perspective, we have resolved that the incompleteness and incongruence in the structure of the WBLRS vis-a-vis other services ought to be brought to the notice of the Govt. as fundamentally it hits the constitutional provisions of equality. Further, the need of the different wings including ISU can never be satisfactorily fulfilled with 734 no of posts which need immediate expansion. There is clearly a contradiction of the content and form as laid down in WBLR Service in the department. The principles adopted in framing of the WBLR service have given rise to more problems than it has achieved to solve. Withholding of pay level 21 and 22 is distressing for the cadres purposefully distort the aim of formation of a service.

Land and Land Reforms, like Home & Finance, is a controlling department and an arm of the Government and any adverse mindset will not only curb the interest of the cadres but also the interest of the government and the State particularly with respect to land utilizations and reforms both in Agrarian and Industrial sector. But, without well-equipped machinery the development programme will greatly be affected. A suboptimal infrastructure from the block level to the higher tire of the department can never deliver satisfactorily.

Our struggle for the realization of our demands is based not only on the cadre interest but that of the state as a whole, as well.

Hence, unanimously on 24/05/2025, our followers have adopted the charter of demands. The salient features are as follows:-

(A) For WBSLRS Gr-I & SRO-II

I) Absorb the entire WBSLRS Gr-I into the cadre of SRO-II allotting Scale No. 15 to WBSLRS Gr-I i.e. 347 (present sanctioned strength of SRO-IIs) + 1585 (present sanctioned strength of WBSLRS GR-1) = 1932.

II) Thus formed SRO-II will be directly recruited from WBCS Gr 'C' examination and will retain the feeder status to WBCS (Exe) with the existing quota of 53%, along with the feedership to WBLRS.

Our demand for combining the WBSLRS, Gr-I and SRO-II is of utmost importance in view of the cadre interest for the good reasons mentioned below-

I) WBSLRS, Gr-1 is already considered in combined capacity with SRO-II as a feeder with a waiting period of 6 years to be eligible for promotion to WBCS(Exe) feeder posts. The WBLR Service notification implies that a cadre who has completed 6 \ears in WBSLRS. Gr-1 will be eligible on the first day of his promotion to SRO-II as he has completed 6 \ears in combined capacity. The

reality is that there exist a sizable number of WBSLRS. Gr-1 waiting for more than 10 years without getting promoted to SRO-IL So, these tenure in WBSLRS, Gr-I is sufficient in actuality to be promoted to WBCS (Exe) through SRO-II.

II) By the creation of WBLR service, 347 number of SRO-IIs posts have been sanctioned. This reduced figure of sanctioned strength of SRO-II has triggered the Jt. BDOs to rob away 53% feeder quota of SRO-II as a feeder to WBCS (Exe). The formidable number of SRO-II if combined with WBSLRS, Gr-I by way of absorption i.e. 1585+347 = 1932, cadres will be able to thwart the impromptu deleterious tactics of Jt. BDOs. In fact, the promotion to the feeder posts of WBCS(Exe.) from the SRO-II cadre for the vacancy till 2022, is perhaps in jeopardised state, the same vacancy status as on 01/01/ 2023 is devoid of the mention of SRO-II cadre, the status as on 01/01/2024, is yet to be published. As a compounding effect, the promotion from the post of RO to SRO-II and from the post of RI to RO is greatly affected. As a whole the picture is not at all positive one for our departmental cadres and as departmental cadre, we should not deserve to lose our legitimate right in this regard.

III) As regards to the burden on state exchequer, our just demands can be met with practically met with minimal and very insignificant burden on exchequer.

IV) There will be not much change as regards to the number of total cadre strength of officers of this department. Even none of any other departmental cadre schedule will be disturbed through our demands and hence, it is more economical and is able to give maximum benefit to the cadres as well as the Government.

(B) For WBLRS Cadre:

Before the formation of WBLR Service, we had the total strength of SRO-11 and SRO-I as 869 and 215 respectively. Considering these two figures, the total strength of SRO-11 & SRO-I in combine capacity is (869 + 215) 1084. Now, in the ratio of 6 : 3: 1 the strength of cadre is deduced as 650 : 325 : 109 (rounded off).

The structure of the cadre is re-casted as follows with designation at par with the Government Press Release of 31.05.2023 and subsequent Government Notifications.

Designation	**Pay Level**	**No. of Post**
Assistant Director	16	650
Dy Director @ Ex-officio Dy. Secretary	17	325
Jt. Director ft Ex-officio Sr. Dy. Secretary	19	109
Addl. Director ft Ex-officio Joint Secretary	21	22
Addl. Director @ Ex-officio Special Secretary	22	11
Total		1117

Here, the excess number of cadres i.e. (1 117-734) 383 will have to be taken from Cadre strength of SRO-11. The ultimate strength of SRO-11 will be then 1549 (1932-383).

Sir, we are really pained to state that the anomaly in the waiting period as eight (08) years waiting time for eligibility to be promoted to WBLRS whereas it remains six (06) years to be promoted to WBCS (Exe) for the same cadre, SRO-11. Unfortunately, the promotional aspect of the cadres belonging to WBLRS stops at pay level 19 whereas for the other state service cadres continue to the pay level 22.

We have pointed out in our demand-charter an immediate correction of this from eight (08) years to six (06) years at par with the eligibility criteria of promotion ofSRO-IIto WBCS(Exe).

Sir, the salient features of our charter of demand placed for your kind perusal with a request to take liberal view and soften the criteria of five (05) years of waiting time down to three (03) years as the Notification regarding WBLR Service Rules dated 29/03/2023, has given a holiday of three (03) years for direct recruitment in WBLRS, the existing cadre may be fitted to the vacant post of Deputy Director and Joint Director Levels according to seniority, waiving the eligibility bar. Otherwise, it will be difficult to immediately man this huge set up with vacant posts in pay level 17 and 19 at present.

Further, we would like to request you to extend the scope of MCAS benefit for the officers belonging to the WBLR Service.

By expulsion of all absurdities and inhibitions let the WBLR Service as well as the feeder to the service, stand on its own feet for the sake of not only the cadres but the entire people of this State who deserves to be served by officers in this department belonging to a genuine State level service.

Thus, for the interest of the cadres of our department we crave leave to explain our demand elaborately at your convenience.

This is for your perusal and active consideration.

With regards

Yours faithfully,
Sd/-
(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No.: 14/3/ALLO/2025 Date: 30/05/2025

Copy to:-

1. The Hon'ble Secretary, P&AR Department Government of West Bengal for kind perusal and necessary action.
2. The Hon'ble Secretary, Public Service Commission, West Begal for kind perusal and necessary action.
3. The Hon'ble Director of Land Records & Survey, and Jt. LRC, West Bengal with a request to look into the matter.

KRISHANU DEB
General Secretary

স্মরণ

সাম্প্রতিক কালপর্বে জীবনাবসান ঘটেছে—

বিশিষ্ট অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট **জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার**

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী **এম আর শ্রীনিবাসন**

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ **গুরুদাস আগরওয়াল**

বিশিষ্ট সাহিত্যিক **প্রফুল্ল রায়**

গাজার আনা ফ্রাঙ্ক নামে পরিচিত ১২ বছরের কিশোরী হিন্দ রজব

প্রকৃতিপ্রেমিক **সুনীল বন্দোপাধ্যায়** ওরফে জীবন সর্দার

শিক্ষাবিদ **বিশ্বজীবন মজুমদার**

অভিনেতা **মুকুল দেব**

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, গবেষক ও লেখিকা **সনজিদা খাতুন**

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী **আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা**

বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব **নেপালদেব ভট্টাচার্য** সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়া, আহমেদাবাদ এ মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই শতাধিক মানুষ ।

প্যালেস্টাইন—ইজরায়েল ভূখণ্ড সহ ইউক্রেনে এবং ইরানে মৃত্যু বরণ করেছেন নারী শিশু সহ অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

সম্প্রতি কালীগঞ্জ (নদীয়া)-এ শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ন'বছরের বালিকা **তামান্না খাতুন**।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

'আক্ষরিক' নাটকের কিছু দৃশ্য

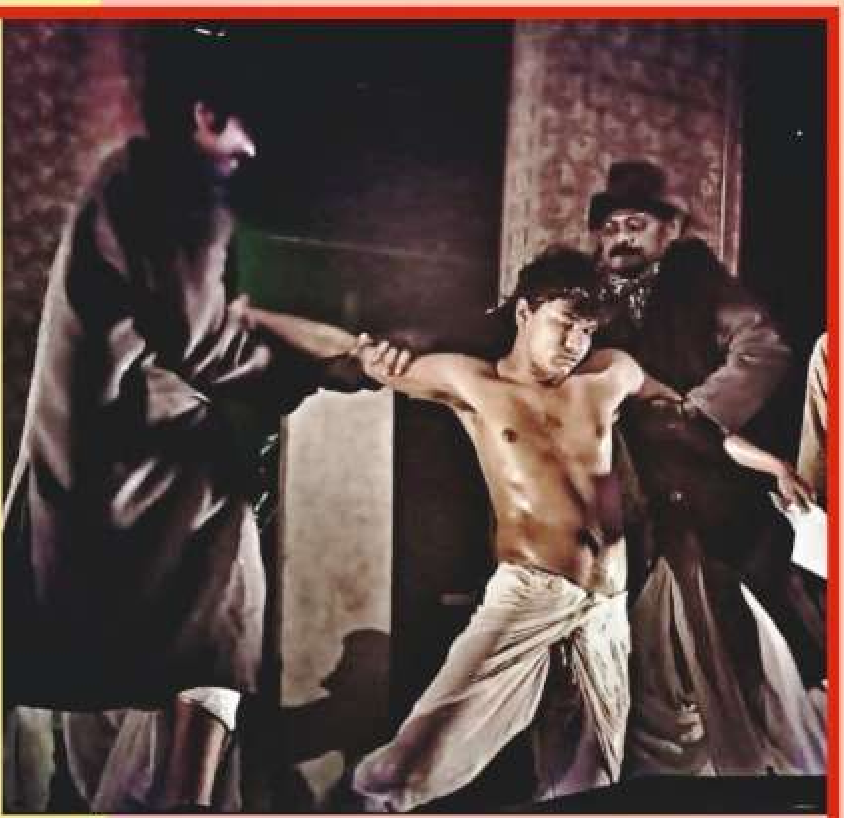

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯